ছাতা

জয়দেব ভাদুড়ী

দমদমে এক বাল্যবন্ধুর মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন রাখতে গিয়েছিলেন উমাদাস মিত্র। দূর থেকে রমেশ দাসকে দেখে চিড়বিরিয়ে উঠলেন। এককালে পাইকপাড়ার দত্তবাগানে প্রতিবেশী ছিলেন। রমেশরা ছিল বড়লোক। ওর বাবা ছিলেন হাইকোর্টের নামকরা অ্যাডভোকেট। পাইকপাড়ার রাজারা যখন প্লট করে প্রথম জমি বিক্রি করা শুরু করেন, রমেশের বাবা একখানা আট কাঠা প্লট কিনে এক পেল্লায় তিনতলা বাড়ি করেছিলেন। উমাদাসরা তখন ভাড়া থাকত একটু দূরে দক্ষিণদাড়িতে।

রমেশ দাসের ছিল একটাই দোষ। সুযোগ পেলেই উমাদাসকে কথায় কথায় অপমান করত, হেয় করত।

তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। রমেশ এখন এস্কিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে ডাক্তার। কার্ডিওলজিস্ট। রবীন্দ্রনাথ টেগোর হসপিটালে আছে। মেয়ের ভাল বিয়ে দিয়েছেন। একেবারে জমজমাট সংসার। একজন সফল, সচ্ছল মানুষ।

উমাদাস পুলিসে ঢুকেছিলেন। ঘষে ঘষে এখন ইন্সপেক্টর। এখন বটতলা থানার ও.সি। দু'হাতে পয়সা রোজগার করেছেন। পুলিসে ওঁর গুরু শশাঙ্কমোহন ব্যানার্জি বলতেন, পুলিসের চাকরীর নিয়ম হল বোকা সেজে থাকবে, আর র‍্যান্ডম চুরি করবে।

সল্টলেকে দোতলা বাড়ি করেছেন। মোটা টাকা ডোনেশান দিয়ে ছেলেকে চেন্নাইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছেন। ভেবেছিলেন, এত বছর পর দেখা। আফ্টারঅল বাল্যবন্ধু। রমেশ একটু বিগলিত হবে সুখদুঃখের গল্প করবে। অন্ততঃ বন্ধুত্বের মর্যাদাটুকু পাবেন। ও বাবা, কোথায় কি! স্বভাব কি সহজে পাল্টায়। এরা হল স্যাডিস্ট। অন্যকে কষ্ট দিয়েই এদের আনন্দ।

উমাদাসবাবুর সঙ্গে স্ত্রী আর পুত্রবধু। রমেশবাবু সোজা এসে দাঁত বার করে হাসলেন। তারপর চারপাশ দেখে নিয়ে বেশ চড়া গলায় সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, কি রে উমা, শুনলাম ঘুষের পয়সার সল্টলেকে বাড়ি করেছিস? লাখ দেড়েক টাকা ডোনেশান দিয়ে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছিস? ভালই আছিস। সিল্কের পাঞ্জাবী পরে প্রোমোটারের গাড়িতে চেপে সকলকে নিয়ে নেমন্তন্ন খেতে এসেছিস। সত্যি, তোদের পুলিসের দু'কান কাটা। যা যা, ভাল করে খেয়ে তাড়াতাড়ি থানায় যা। টাইম ইজ মানি। বেশীক্ষণ বাইরে থাকলে বড় দাও ফসকে যেতে পারে। কথাগুলো বলে চারপাশ দেখে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে চলে গেলেন রমেশবাবু।

রাগে কান - মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল উমাদাসবাবুর। দাঁতে দাঁত চেপে বৌয়ের দিকে তাকালেন। দেখলেন চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে। পুত্রবধূ মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। রাগে, অপমানে বেচারীর মুখটা কালো।

না, এ-লোকটাকে একটা শিক্ষা দিতেই হবে। মনে মনে ভাবলেন উমাদাস। অন্যান্য অভ্যাগতরা যারা রমেশবাবুর জ্বালা ধরানো কথাগুলো শুনেছেন, তারা কান খাড়া করে না দেখার ভান করে মনে মনে নারদ - নারদ জপ করছিলেন। যদি আর একটু মজা পাওয়া যায়, এই আশায়। খাবার ইচ্ছে চলে গেল উমাদাসবাবুর। রাগে, অপমানে জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে এলেন।

থানার দোতলায় বড়বাবুর কোয়ার্টার। ওখানেই একা থাকতে হয় চাকরীর দায়ে। উনি থানায় নেমে গেলেন। স্ত্রী আর পুত্রবধু সল্টলেকের বাড়িতে চলে গেলেন।

থানার লকআপে গোটা ছয়েক চোর - ছ্যাচর ধরে এনে রেখেছিলেন। উমাদাসবাবু লুঙ্গির ওপর ইউনিফর্মের শার্টটা পরে ওপর থেকে নেমে এসে সব ক'টাকে একটা একটা করে বার করিয়ে বেধড়ক পেটালেন। মারের চোটে চোরগুলো তিড়িং তিড়িং করে লাফায়। যে কনস্টেবল লকআপ থেকে ওদের বার করে আনছিল সে চঁচায়, ও রে, মাথা সামলা, মাথা সামলা। আজ বড়বাবুর হাতের লিমিট নেই। চোরগুলো আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল গলিয়ে হাতদুটোকে মাথার পেছনে দিয়ে মাথাটা গার্ড করে আর্ত চিৎকার করতে করতে প্যাঁদানি খায়।

রিক্সা থেকে নেমে নন্দরানী বড়বাবুর ঘরে ঢুকতে কচুয়া - ধোলাই দেওয়া থেকে ক্ষান্ত হলেন। নন্দরানী হলেন সোনাগাছির বিখ্যাত বাড়িউলিদের মধ্যে অন্যতম। এককালে সুন্দরী ছিলেন। এখন বিপুল স্বাস্থ্য। ধবধবে ফরসা রঙ। পরড়ে লালপাড় সাদা তাঁতের শাড়ি। পানপাতার মত মুখ। কপালে বড় টিপ। পানপাতার রসে লাল ঠোঁট। গলায় ভরি দশেক ওজনের বিছে হার।

বড় একটা সন্দেশের বাক্স টেবিলের ওপর নামিয়ে বেশ রসিয়ে রসিয়ে বললেন, আপনার পায়ের ধুলো তো আর এ অভাগীর বাড়িতে কোনওদিন পড়লনি। তাই ভূতনাথের মন্দিরে পুজো দিয়ে একটুন প্রসাদ দিয়ে গেলাম। আপনার এলাকায় আপনার আশ্রয়ে আছি। চারপাশ দেখে নিয়ে একেবারে ভ্রমরগুঞ্জনের মত আওয়াজ করে বড়বাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, কাল মেজবাবু এ-মাসের প্রণামিটা নিয়ে এসেছে, আপনি...বলে চুপ করে গেলেন।

বড়বাবু চোখের ইশারায় 'ঠিক আছে' বলায় একটা ঢোক গিলে বললেন, বাড়াতে আর পারলাম না বড়বাবু। কি যে সব লতুন লতুন রোগটোগ এসেছে। সবাই কচি চাইছে। বাজার খুবই খারাপ। মিলসেগুলান একেবারে ময়দা মেখে আদা ছেঁচে দিয়ে যায়। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি, সারারাত খাটভাঙা কাটুনি, তবু পেট ভরে না।

আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। সময় হলে বলব, বললেন উমাপদবাবু।

আমরা তো কাজ করার জন্য সেজেগুজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। কথাটা বলে ভক্তিভরে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন!

বড়বাবু বেল টিপলেন, দরওয়ান এলে হাঁক দিলেন, নকুল কো বোলাও। নকুল দালাল পুলিসের ইনফর্মার। খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ওর পেটেন্ট ঘিয়ে রঙের ধুতি - পাঞ্জাবী আর কাঁচি ধুতি পরে হাজির হল। একাট একশো টাকার নোট আর রমেশবাবুর ঠিকানা নকুলের হাত দিয়ে বললেন, টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ওয়াচ কর। ঘন্টায় ঘন্টায় আমায় খবর দেবে। যাও।

বিকেলে ফোনে খবর দিল রমেশবাবুর বাড়ি জমজমাট। কানপুর থেকে মেয়ে - জামাই এসেছে, সঙ্গে জামাইয়ের মা - বাবা। বাড়িতে ছেলে আর ছেলের বউ তো আছেই। এক ভগ্নীপতি এসেছেন। দু'তিনদিন থাকবেন।

রাতের দিকে নকুলের ফোন। রমেশবাবুর তাস খেলার নেশা। রোজ সন্ধ্যের সময় দত্তবাগান থেকে হাঁটতে টালা পার্কের পেছনে

খেলাতবাবু লেনে তাস খেলতে যান। বড়বাবু বললেন, ওয়াচ করে যাও।

সকাল দশটা নাগাদ নকুলের ফোন এল, রমেশবাবু পাতিপুকুর বাজারে রোজ দু'ঘন্টা ধরে দরদস্তুর করে দু'তিনরকম মাছ কেনেন। বাড়িতে গেশ্টরা যাতে খেয়ে ধন্য ধন্য করে।

বড়বাবু বললেন, ওয়াচ করে যাও।

সন্ধ্যের সময় রমেশবাবু ধুতি - পাঞ্জাবী পরে বেরোলেন। আজ টালা পার্কের দিকে গেলেন না। হেঁটে বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপোয় এসে একটা চার নম্বর ট্রামের জানালার ধারে বসেছেন। নকুল একটু পেছনের দিকে একটা সিটে বসল। রমেশবাবুর কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। আকশে মেঘ দেখে বউ জোর করে ছাতাটা দিয়েছেন। ছাতাটা ব্যাগে রাখতে গিয়ে জিভ কাটলেন রমেশবাবু। ইলেকট্রিকের বিলটা টাকাশুদ্ধ ব্যাগে রয়ে গিয়েছে। সকালে স্ত্রী দিয়েছিলেন, কিন্তু পাতিপুকুরে মাছ - বাজারে সামান্য মন কষাকষি হওয়ায় ইলেট্রিক বিলের ব্যাপারটা মাথা থেকে একদম বেরিয়ে গেছে।

ট্রাম থেকে শোভাবাজার নামলেন। একদম গ্রে স্ট্রীটের রাস্তার ওপরে একটা বাড়িতে ঢুকলেন। নিচে কোলাপসিবল গেটে দেওয়া দুটো গ্যারেজ। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে অ্যামবাসাডর আর কোয়ালিস। নকুল উল্টোদিকের চায়ের দোকানে বসে খোঁজখবর নিল। ভদ্রলোক বড় কনট্রাকটর। বাড়িতে রোজ তাসের আড্ডা। খানাপিনাও হয়। বড় অফিসারেরা আসেন, পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে। খুব সম্ভব রমেশবাবুর আজকের অভিযানটা বাড়ির সকলের অজান্তে। চাকরীর শেষ প্রান্তে এ-ধরনের কনট্রাকটরদের দহরম মহরম যে ভাল নয় সেটা ভালই বোঝেন উনি।

ঘন্টা তিনেক বাদে বেরোলেন রমেশবাবু। তাসের আড্ডায় ফেঁসে গিয়েছিলেন। একটু হেঁটে গ্রে স্ট্রীট আর সেন্ট্রাল এভিন্যুয়ের ক্রসিং -এর সামনে মিত্র কাফের সামনে দাঁড়ালেন। এখানকার ফিসফ্রাই আর কবিরাজী কাটলেট বিখ্যাত। ফিসফ্রাই ভাজার গন্ধে জায়গাটা ম ম করছে। লোভ সামলাতে পারলেন না।

একটা ফিস ফ্রাই নিয়ে সর্ষেবাটায় টাচ করিয়ে কামড় দিতেই, স্বাদটা মুখের ভেতর থেকে তালু হয়ে মস্তিষ্কে একটা মৃদু ধাক্কা দিল। একটা অদ্ভুত আনন্দের অনুভূতি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে গেল। সর্ষের ঝাঁঝটা ঠিক আগের মতই আছে। নাকটা সরসর করছে। কলেজের দিনগুলোয় ফিরে গেলেন। এইখানেই নন্দিতার সঙ্গে হাতে হাত রেখে ফ্রাই খেয়েছিলেন। নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হলেন রমেশবাবু।

বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলেন। সিটে হেলান দিয়ে বসে অতীতের মধ্যে দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে একটু রাত করে বাড়ি ফিরলেন রমেশবাবু।

মানুষ সবচেয়ে বেশী ভোলে চিঠি ফেলতে আর ছাতা নিতে। রমেশবাবু ছাতাশুদ্ধ ব্যাগটার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন।

নকুল পেছনে বসে চা আর ভেজিটেবল চপ খাচ্ছিল। কেউ কিছু বোঝার আগেই ব্যাগটা তুলে নিয়ে কাঁধে ফেলে দাম মিটিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল।

মিত্র কাফে থেকে বটতলা থানা হাঁটা ডিসট্যান্স। স্টার থিয়েটারের পাশ দিয়ে ঢুকে থানায় গিয়ে নকুল বড়বাবুর টেবিলে রাখল।

বড়বাবু কি একটা মন দিয়ে লিখছিলেন। ব্যাগটা পেয়ে সব কাগজপত্র সরিয়ে রাখলেন। ওঁর চোখদুটো চ্ চক্ করে উঠল। 'ভেরি গুড, ভেরি গুড' বলে নকুলকে একটা পাঁচশো টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, কাল ঠিক সকাল সাতটার মধ্যে চলে আসিস।

পরদিন নকুল থানায় পৌঁছবার একটু পরেই নন্দরানী একজন যৌবনে টইটম্বুর যুবতী নিয়ে হাজির হলেন। মেয়েটির চড়া মেকআপ। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখলে জীবিকা সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহই থাকে না। নাম বলল পুষ্প।

বড়বাবু নকুলকে আর ওদের কি কি করতে হবে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন।

নকুল নন্দরানী আর পুষ্প দুর্গা দুর্গা বলে ট্যাক্সি করে বেরিয়ে পড়ল।

রমেশবাবুর বাড়ি দত্তবাগান মিল্ক কলোনীতে। তবে সেন্ট্রাল ডেয়ারী আর অন্যান্য বাড়িগুলো হয়েছে অনেক পরে।

ট্যাক্সি আর. জি. কর হাসপাতাল পেরিয়ে সোজা গিয়ে দত্তবাগানের একটু আগে দাঁড়াল। পুষ্প ব্যাগটা নিয়ে নেমে গেল। ট্যাক্সিতে নন্দরানী আর নকুল বসে রইল। নন্দরানীর ভূমিকা এখানে স্টান্ড বাই দমকলের মত। যে-কোনও সিচুয়েশন ট্যাকেল করার ক্ষমতা ওর সহজাত।

পুষ্প ইলেকট্রিক বিলটা হাতে নিয়ে দু'চারটে দোকানে বাড়ির হদিশ জানতে চাওয়ার পর 'ভোরের আলো' রেস্টরেন্টে এসে জিজ্ঞাস করল। কেচ্ছার গন্ধ পেয়ে 'কি ব্যাপার, কি ব্যাপার' বলে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পুষ্প ঢোক গিলে বলল, বাবু কাল সন্ধেবেলায় আমার ঘরে বসেছিল। এই ছাতা আর দরকারী কাগজ, টাকা ফেলে এয়েছে। তাই ফেরত দিতে এসেছি।

আধকাপ গরম চা এক ঢোকে খেয়ে রমেশবাবুর প্রতিবেশী খগেনবাবু পুষ্পকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি চেনাতে নিয়ে গেল।

বেল টিপলে পুত্রবধূ দরজা খুলল। রমেশবাবু বাজার গিয়েছেন। পুষ্প ওর হাতে ব্যাগটা দিয়ে বলল, বৌদি, গতর বেচে খাই বলে তো আমরা চোর নই। টাকা, কাগজপত্র, ছাতা ফেরত দিয়ে গেলুম। দেখে নেন। বাবুর ব্যাভার খুব ভাল। আমার পেন্নাম দেবেন। বলে একটা হিল্লোল তুলে বেরিয়ে গেল।

একটু পেছনেই ট্যাক্সিতে উঠল। নকুল পেছনে পেছনেই আসছিল ওকে তুলে নেবার জন্য।

এরপর কি হয়েছিল ঠিক জানা নেই। রমেশবাবুর বাড়ি আজকাল অন্ধকার থাকে। অনেকদিন হল নিরুদ্দেশ